ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-১৫৩২
আগরতলা, ১৭ অক্টোবর, ২০২৪

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

গত ৪ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় 'আমলাদের রমরমা ব্যবসা- শিক্ষা দপ্তরে এনজিও রাজ! অর্থ নয়ছয়' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীন সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পের স্টেট প্রোজেক্ট ডাইরেক্টরের নজরে এসেছে। প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়েছে, সংবাদটি সঠিক নয়। এনজিওগুলি বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর থেকে বড় অংকের টাকা পাচ্ছে বলে সংবাদে উল্লেখ করা হলেও বাস্তবে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর থেকে এনজিওগুলিকে কোন টাকা দেওয়া হয়না।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ত্রিপুরাতে এনসিইআরটি পাঠক্রম গ্রহণ করা হয় এবং তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষারস্তর নিরূপণ করতে 'প্রথম ফাউন্ডেশান' নামক এক সংস্থার সহযোগিতায় একটি বেস লাইন সমীক্ষাও চালানো হয়। এই সমীক্ষায় শিক্ষন ক্ষেত্রে বেশ কিছু শিখন ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন মাত্র ৪২.৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী ভালভাবে কোন পাঠ্য পড়তে সক্ষম হয় এবং মাত্র ১৮.৭ শতাংশ ছাত্রছাত্রী ভাগ অংক করতে সক্ষম হয়। তার নিরিখে রাজ্যে 'নতুন দিশা' কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয় যাতে ছাত্রছাত্রীদের মৌলিক শিক্ষাগত ও সংখ্যা সংক্রান্ত জ্ঞান উন্নত করা যায়। ছাত্রছাত্রীদের তাদের শিক্ষণ দক্ষতা নিরিখে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা হয় এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শিখন প্রক্রিয়ার উন্নয়নে সামার ক্যাম্প, সাপ্তাহিক টেস্ট, অভিভাবক সভার আয়োজন করা হয়। ২০২০ সালের মধ্যে ৯০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী কাঙ্খিত শিক্ষারস্তর অর্জনে সক্ষম হয়।

ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক ২০২৪-এর ৩১ মার্চ এর মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাগত দক্ষতার নজরদারি করার জন্য সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে বিদ্যা সমীক্ষা কেন্দ্র (VSK) গড়ে তুলতে অনুরোধ জানায়। এনসিইআরটিতে ইতিমধ্যে একটি জাতীয়স্তরের বিদ্যা সমীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। ত্রিপুরাতে দরপত্রের মাধ্যমে প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট হিসেবে কনভেজিনিয়াস এডু সলিউশন লিমিটেডকে বিদ্যা সমীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী ১২ মার্চ, ২০২৪ তারিখে পুরনো শিশুবিহার কমপ্লেক্সে এই বিদ্যা সমীক্ষা কেন্দ্র টির উদ্বোধন করেন। শুরুতে এই বিদ্যা সমীক্ষা কেন্দ্র শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতি নজরদারির উপর গুরুত্ব দেয়। পরবর্তী সময়ে মূল্যায়ন ও প্রশাসনিক নজরদারি করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু হয়। যাতে শিক্ষার গুণমান উন্নত করা যায়। ত্রিপুরার এই বিদ্যা সমীক্ষা কেন্দ্র টির জাতীয় স্তরের বিদ্যা সমীক্ষা কেন্দ্র টির সাথে যুক্ত রয়েছে।

২য় পাতায়

ত্রিপুরাতে ‘সহর্ষ’ পাঠ্যক্রমে ছাত্রছাত্রীদের সোশিয়্যাল, এথিক্যাল ও ইমোশনাল দক্ষতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্প জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ অনুসারেই চলছে। ন্যাশনাল কারিকুলাম ফর স্কুল এডুকেশন ২০২৩-এ ও শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে, বুনিয়াদি থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত এসইএল (SEL) শিক্ষনের কথা বলা হয়েছে। যাতে ছাত্রছাত্রীরা আবেগ নিয়ন্ত্রণ, পর্যালোচনা, যুক্তিসঙ্গতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে শিখে। ত্রিপুরাতে এই পাঠ্যক্রম ‘লভ্য ফাউন্ডেশন’ নামক সংস্থার সহযোগিতায় ২১ জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। এই সংস্থা সমগ্র শিক্ষা, ত্রিপুরার সাথে এক মৌ স্বাক্ষর করেছে কিন্তু রাজ্য সরকারের কোনও অর্থ এখানে বরাদ্দ করা হয় না। ‘লভ্য’ উত্তরাখন্ডের ‘আনন্দম’ পাঠ্যক্রম তৈরিতে সহায়তা করেছে। স্টারলাইট এড ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন নামক জাতীয় স্তরে খ্যাতিসম্পন্ন এক এনজিওকেও ত্রিপুরার বিদ্যালয়গুলিতে বেস্ট প্র্যাকটিস ও সিস্টেমেটিক পরিবর্তন আনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ২০২১-এর ৪ ফেব্রুয়ারি সমগ্র শিক্ষার প্রোজেক্ট ডাইরেক্টর ও সংস্থাটির মধ্যে এক মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছিল। জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ অনুসারে ‘প্রজ্ঞান’ প্রকল্পে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর জন্য যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষাদান ও শিক্ষন এবং মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সংস্থাটি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সিপাহীজলা ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ১০০টি বিদ্যালয়ে ডিজিট্যাল ক্লাসরুম ও ১০০টি টিভি স্থাপন করে। তবে দপ্তর থেকে সেজন্য কোন ফান্ড দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র জায়গা ও অংশগ্রহণকারীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, গত ১৮ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকার ৯নং পাতায় ‘সহর্ষ’ প্রকল্পের প্রশংসা করা হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের মৌলিক কম্পিউটার সম্বলিত শিক্ষাদান পদ্ধতিতে দক্ষ করে তুলতে ভারত সরকার ‘ICT in school’ প্রকল্পে অর্থ সরবরাহ করে থাকে যাতে বিদ্যালয়গুলিতে কম্পিউটার ক্রয় করা, অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কেনা এবং প্রশিক্ষক প্রদান করা যেতে পারে। মিনিস্ট্রি অব এডুকেশনস প্রোজেক্ট এপ্রুভ্যাল বোর্ড-এর মঞ্জুরীকৃত অর্থে এই প্রকল্প সমগ্র শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে পাঁচ বছরব্যাপী চলে। ২০২১ সালে ত্রিপুরাতে এই প্রকল্প চালু হয় এবং ৮৯৮টি বিদ্যালয়ে এই প্রকল্প চালু হয়েছে। এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য SIBIN Learning Cart pvt ltd এবং Extramarks Education India নামক দুটি কোম্পানী দরপত্রের মাধ্যমে এই দায়িত্ব পায়। সেই অনুযায়ী বিদ্যালয়গুলিতে আইসিটি ল্যাব তৈরি করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষক ও নিয়োগ করা হয়েছে। সমগ্র শিক্ষার আওতায় এই প্রশিক্ষকরা মাসিক ১০,০০০ টাকা করে বেতন পাচ্ছেন।

****